# যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৪৪

১/ বিবিধ

আরবী

أكذب الناس الصباغون والصواغون

موضوع

أخرجه الطيالسي في " مسنده " (1 / 262 من ترتيب المسند) قال: حدثنا همام عن فرقد السبخي عن يزيد بن عبد الله الشخير عن أبي هريرة مرفوعا، وكذا أخرجه ابن ماجه (2 / 6) وأحمد (2 / 292، 324، 345) وأبو سعيد بن الأعرابي في " معجمه " (2 / 78) من طرق عن همام به، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات غير فرقد هذا وهو أحد زهاد البصرة، قال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث

وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: في حديثه مناكير كذا في " الميزان " ثم ساق له من مناكيره أحاديث هذا أولها! ولهذا أورده ابن الجوزي في " العلل " وقال: لا يصح، وللحديث طريق أخرى رواه ابن أبي حاتم في " العلل " (2 / 278) من طريق يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن نعيم بن المجمر عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " أكذب الكاذبين الصياغ "، ثم قال: قال أبي هذا حديث كذب، وعثمان هو البري ويحيى بن سلام هو الذي روى عنه عبد الحكم بصرى وقع إلى مصر

قلت: زاد في ترجمته من " الجرح والتعديل " (4 / 2 / 155) : وهو صدوق

وأما الدارقطني فضعفه، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه، وأما عثمان البري فقد كذبه ابن المعين والجوزجاني، فهو علة هذه الطريق، وقد ساق الذهبي في ترجمته هذا الحديث

وله طريق ثالث عن أبي هريرة، رواه ابن عدي (316 / 2) عن محمد بن يونس الكديمي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به وقال: والكديمي أظهر أمرا من أن يحتاج أن يبين ضعفه

قلت: يشير بذلك إلى أنه كذاب وضاع

وللحديث شاهد أخرجه ابن عدي (315 / 2) عن محمد بن الوليد بن أبان حدثنا هدبة قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس مرفوعا، وقال: وهذا عن أنس بهذا الإسناد باطل، وابن الوليد القلانسي يضع الحديث، والحديث أورده ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات " (ص 15) من الطريقين الأولين، وقال ابن القيم رحمه الله: الحس يرد هذا الحديث، فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم، كالرافضة فإنهم أكذب خلق الله والكهان والطرقية والمنجمون، وقد تأوله بعضهم على أن المراد بالصباغ الذي يزيد في الحديث ألفاظا تزينه، والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل، وهذا تكلف بارد لحديث باطل، وتعقبه الشيخ القاري في " موضوعاته " (ص 107) بقوله: وهذا غريب منه فإن الحديث بعينه رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة كما في الجامع الصغير

قلت: وهذا لا شيء فبعد ثبوت ضعف سند الحديث لا مجال للرد به على من انتقده من حيث معناه، وإنما يصح مثل هذا التعقيب فيما لوصح سند الحديث وهيهات هيهات

বাংলা

১৪৪। লোকেদের মাঝে সর্বাপেক্ষা মিথ্যুক হচ্ছে বস্ত্রাদিতে রংকারীরা এবং অলঙ্কারাদী প্রস্তুত কারীরা।

হাদীসটি জাল।

হাদীসটি তায়ালীসী তার “মুসনাদ” গ্রন্থে (১/২৬২) হুমাম-এর মাধ্যমে ফারকাদ আস-সাবখী হতে ... উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনু মাজাহ (২/৬), ইমাম আহমাদ (২/২৯২,৩২৪,৩৪৫) ও আবূ সাঈদ ইবনুল আরাবী তার “আল-মুজাম" গ্রন্থে (২/৭৮) বিভিন্ন সূত্রে হুমাম হতে বর্ণনা করেছেন। এ ফারকাদ ব্যতীত এটির সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য। এ ফারকাদ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। নাসাঈ বলেনঃ তিনি

নির্ভরযোগ্য নন। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেনঃ তার হাদীসে মুনকার রয়েছে। যাহাবী "আল-মীযান" গ্রন্থে তার মুনকার হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রথমটি হচ্ছে এটি।

এ জন্য ইবনুল জাওযী "আল-ইলাল" গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়। ইবনু আবী হাতিম "আল-ইলাল" গ্রন্থে (২/২৭৮) অন্য একটি সূত্রে হাদীসটি ভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ সনদে ইয়াহইয়া ইবনু সালাম রয়েছেন, তিনি উসমান ইবনু মুকসিম হতে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেনঃ আমার পিতা বলেছেন যে, এ হাদীসটি মিথ্যা। এ উসমান হচ্ছেন বাররী, তাকে ইবনু মাঈন এবং জুযজানী মিথ্যুক বলেছেন।

এছাড়াও দারাকুতনী ইয়াহইয়া ইবনু সালামকে দুর্বল বলেছেন।

অন্য একটি ইবনু আদী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যাতে মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদায়মী রয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেছেনঃ কুদায়মীর বিষয়টি এতই স্পষ্ট যে, তার দুর্বলতা বর্ণনা করার কোন প্রয়োজনীয়তাই নেই। একথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জালকারী।

তাছাড়া ইবনু আদী মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ ইবনে আবান সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা (২/৩১৫) করেছেন। কিন্তু এ সনদটি বাতিল। কারণ ইবনুল ওয়ালীদ আল-কালানিসী হাদীস জাল করতেন।

ইবনু তাহের হাদীসটি "তাযকেরাতুল মাওযুআত" গ্রন্থে (পৃঃ ১৫) উল্লেখ করেছেন।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5405

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন